দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 JUN 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

৪০

বিশ্ববিদ্যালয় এবং সন্ত্রাস

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর হয়ে উঠছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের ঝনঝনা গোটা নগরীর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশও ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও ভাল নয়। সমস্যা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুনা কিছু আছেই। কোথায়ও ক্লাস বন্ধ হচ্ছে, কোথায়ও মারপিট ঘটছে। সব মিলিয়ে শিক্ষার পরিবেশ কোথায়ও স্থিত হওয়ার অবকাশ পাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সন্তানদের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নটাই আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন একটা অবস্থা কোনক্রমেই বরদাশতযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। এর প্রতিকার অত্যাবশ্যক। এনিয়ে কোন মতভেদের অবকাশ নেই। প্রশ্ন কেবল, কোন পথে প্রতিকার সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সোমবার ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা এ সংবাদে আশান্বিত বোধ করছি। কেননা, এই আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান পাওয়া যেতে পারে। আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী সমস্যার মূল চিহ্নিত করে তার প্রতিকারের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। আমরা আশা করবো, ছাত্রঐক্য নেতৃত্বের সহযোগিতায় এ সমস্যা সমাধানের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে, সম্ভব হবে বৃহত্তম দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সমস্যার মূলে আছে শিক্ষার সর্বোচ্চ অঙ্গনে অস্ত্র এবং সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি। অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে উৎখাত করা সম্ভব হলে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সহজ হয়ে উঠবে। অস্ত্রধারীরা প্রয়োজনবোধে পৃষ্ঠপোষক বদল করে নিজেদের অবস্থান অক্ষুণ্ন রেখেছে। এমন একটা প্রবণতা আবারও মাথাচাড়া দিতে চাচ্ছে। ছাত্রঐক্য তাদের কল্যাণকামী ভূমিকায় অটল থাকলে অবাঞ্ছিত শক্তির উৎখাত কঠিন হবে না।

ছাত্রঐক্যের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এই খোলামেলা আলোচনা একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। পরিবেশের এই আনুকূল্য নষ্ট হওয়ার আগেই লক্ষ্য অর্জন করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি, প্রশাসন যদি এক্ষেত্রে কঠোর উদ্যোগও গ্রহণ করেন, জাতি তাকে স্বাগত জানাবে। আমাদের সন্তানেরা সমাজবিরোধী গণ্য হোক, এটা যেমন কারও কাম্য নয়, তেমনি সমাজবিরোধীদের হাতে পড়ে সন্তানদের ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হবে এটাও কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যে ছাত্রসমাজ স্বৈরাচার দমনে ঐতিহাসিক অবদান রেখে গোটা জাতির প্রীতিধন্য তারাও অপরাধ এবং সার্বিক কল্যাণ-প্রশ্রয় দেয়ার কলংক মাথায় তুলে নিতে পারে না। আমরা তাই বিশ্বাস করি, বিশ্ববিদ্যালয়কে আবার অস্ত্র আর সন্ত্রাসমুক্ত করা সম্ভব এবং তা এখনই। শিক্ষার পরিবেশ রক্ষায় চট্টগ্রাম ভার্সিটি সিন্ডিকেট প্রশাসনের সাহায্য চেয়েছে। আলাপ-আলোচনা, উপদেশ নির্দেশের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান ঘটলেই ভাল। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে এভাবে সন্ত্রাস চলতে থাকলে প্রশাসনের পক্ষে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকবে না।